بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 14

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার, 9 ই জুন, 2016 9 এহসান, 1395 হিজরী শামসী 3 রমযান 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

ঐ বিষয়, যাহার নাম তওহীদ, যাহা নাজাতের (মুক্তির) জননী এবং যাহা শয়তানী তওহীদ হইতে একটি পৃথক বিষয়, তাহা যুগ-নবীর অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ঈমান আনা ব্যতিরেকে এবং তাহার অনুবর্তিতা ছাড়া লাভ করা যায় না। রসুলের অনুবর্তিতা ছাড়া কেবল শুষ্ক তওহীদ কোন বস্তুই নহে; বরং ইহা ঐ মৃতের ন্যায় যাহার মধ্যে আত্মা নাই।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

ইহা তো আমি বলিয়াছি যে, ঐ বিষয়, যাহার নাম তওহীদ, যাহা নাজাতের (মুক্তির) জননী এবং যাহা শয়তানী তওহীদ হইতে একটি পৃথক বিষয়, তাহা যুগ-নবীর অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ঈমান আনা ব্যতিরেকে এবং তাহার অনুবর্তিতা ছাড়া লাভ করা যায় না। রসুলের অনুবর্তিতা ছাড়া কেবল শুষ্ক তওহীদ কোন বস্তুই নহে; বরং ইহা ঐ মৃতের ন্যায় যাহার মধ্যে আত্মা নাই। এখন এই কথা বলা বাকি রহিয়া গিয়াছে যে, কুরআন শরীফ কি আমার বর্ণনানুযায়ী মানুষের নাজাতকে রসুলের অনুবর্তিতার সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছেন, অথবা কুরআনের শিক্ষা ইহার বিপরীত? অতএব, এই বিষয়টি বুঝানোর জন্য আমি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পেশ করিতেছিঃ

১)আল্লাহ্‌র বাণী- قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

(পারা ১৮, সূরা আল নূর, আয়াত-৫৫)

অনুবাদঃ বল, খোদার আজ্ঞানুবর্তিতা কর এবং রসূলের আজ্ঞানুবর্তিতা কর। প্রমাণিত বিষয় ইহাই যে, খোদা আদেশাবলী হইতে পশ্চাদগামী হওয়া পাপ এবং জাহান্নাম প্রবেশের কারণ। এই ব্যাপারে যেভাবে খোদা স্বীয় আজ্ঞানুবর্তিতার জন্য আদেশ দেন, তদ্রূপেই রসুলের আজ্ঞানুবর্তিতার জন্য আদেশ দেন। অতএব যে ব্যক্তি তাঁহার আদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় সে এইরূপ অপরাধ করে যাহার শাস্তি জাহান্নাম।

২) আল্লাহ্‌র বাণী-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

(পারা ২৬, সূরা আল-হুজরাতঃ আয়াত২)

অনুবাদঃ হে ঈমানদারেরা! খোদা ও রসুলের আদেশকে ছাড়াইয়া কিছু করিও না। অর্থাৎ খোদা ও রসুলের সঠিক আদেশের উপর চল এবং অবাধ্যতার ক্ষেত্রে খোদাকে ভয় কর। খোদা শুনেনও এবং জানেনও। এখন প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি কেবল নিজের শুষ্ক তওহীদের উপর ভরসা করিয়া (যাহা প্রকৃতপক্ষে তওহীদই নহে) রসূল হইতে নিজেকে উর্দ্ধে মনে করে, রসূলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে, নিজেকে তাঁহার নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া নেয়, এবং ঔদ্ধত্যের সহিত সম্মুখে অগ্রসর হয়, সে খোদার অবাধ্য এবং নাজাত তাহার নসীব হয় না।

৩) আল্লাহ্‌র বাণী-

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ

(পারা ১, সূরা আল বাকারা, আয়াত-৯৯)

অনুবাদঃ যে ব্যক্তি খোদা এবং তাঁহার ফিরিশতাগণ এবং তাঁহার পয়গম্বরগণ এবং জিব্রাইল এবং মিকাইলের দুশমন, খোদা নিজেই এইরূপ কাফেরের দুশমন। এখন প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি শুষ্ক তওহীদে বিশ্বাসী কিন্তু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অস্বীকারকারী, সে প্রকৃতপক্ষে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দুশমন। অতএব এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী খোদা তাহার দুশমন এবং খোদার দৃষ্টিতে সে কাফের। এমতাবস্থায় সে কিভাবে নাজাত পাইতে পারে?

৪) আল্লাহ্‌র বাণী-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ
وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا

(সূরা আহযাব, ২ পারা, আয়াত-১৩৭)

অনুবাদঃ হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! খোদা, তাঁহার রসূল এবং তাঁহার এই কেতাবের (ধর্মগ্রন্থের-অনুবাদক) উপর ঈমান আন, যাহা তাঁহার রসূলের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ কুরআন শরীফের উপর এবং সকল কেতাবের উপর ঈমান আন যাহা পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে (অর্থাৎ তওরাত প্রভৃতির উপর)। যে ব্যক্তি খোদার উপর এবং তাঁহার ফিরিশতাগণের উপর এবং তাঁহার রসূলগণের উপর এবং পরকালের উপর ঈমান আনিবে না, সে সত্য হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ সে নাজাত হইতে বঞ্চিত রহিল।

৫) আল্লাহ্‌র বাণী-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

অনুবাদঃ কোন মোমেন বা মোমেনাকে যখন খোদা এবং তাঁহার রসূল কোন আদেশ দেন তখন এই আদেশ বাতিল করার কোন অধিকার তাহাদের নাই। যে ব্যক্তি খোদা এবং তাঁহার রসুলের অবাধ্যতা করে সে সত্য হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ তাহার নাজাতের সৌভাগ্য হইল না। কেননা, নাজাত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের জন্য।

৬) আল্লাহ্‌র বাণী-

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

(সূরা আন নেসা, ২য় পারা, ১৫ আয়াত)

অনুবাদঃ যে ব্যক্তি খোদা ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁহার সীমা হইতে বাহির হইয়া যায় খোদা তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন এবং সে সর্বদা জাহান্নামে এবং তাহার উপর লাঞ্ছনাকারী শাস্তি অবতীর্ণ হইবে।

এখন দেখ, রসূলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার দরুন ইহার চাইতে অধিক আর কি সতর্কবাণী হইবে যে, মহা প্রতাপশালী খোদা বলেন, যে ব্যক্তি রসুলের অবাধ্যতা করে তাহার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের ওয়াদা আছে। কিন্তু মিঞা আব্দুল হাকিম বলেন, যে ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর অস্বীকারকারী এবং অবাধ্য, যদি সে তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সে নিঃসন্দেহে বেহেশতে যাইবে।

এরপর আটের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)- এর ডেনমার্ক যাত্রা, মে, ২০১৬

৪ঠা মে, ২০১৬ (বুধবার)

আজ হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত ডেনমার্ক ও সুইডেনের যাত্রা করেন।

২০০৫ সালে জার্মনির যাত্রা শেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) ৬ই ডিসেম্বর থেকে ১১ ই ডিসেম্বর ডেনমার্কের প্রথম ভ্রমণ করেন।

২০১১ সালে হুযুর আনোয়ার তাঁর যাত্রাকালে হামবার্গে অবস্থান করার সময় ৯ই অক্টোবর, ২০১১ সালে মাত্র একদিনের জন্য ডেনমার্কের দক্ষিণাংশে অবস্থিত নাকশোভ শহরে এসেছিলেন । এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়াও এখানে বসবাসরত আলবেনিয়ান এবং কসোভোর আহমদী সদস্যবর্গ ও তাদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ডেনমার্কে এই দ্বিতীয় যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল কোপহেনগান শহরে 'নুসরাত জাহাঁ' মসজিদ'-এর সঙ্গে একটি নতুন মিশন হাউস, অফিস, বৃহত হলঘর, লাইব্রেরী, থাকার ঘর, গেস্ট হাউস ইত্যাদির নির্মাণ হয়েছে সেগুলি উদ্বোধন করা।

ডেনমার্কের এই গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা শুরু হয় ৪ঠা মে, ২০১৬ সালে। দুপুর সাড়ে ১২টার সময় হুযুর নিজের বাড়ি থেকে বের হন। হুযুরকে বিদায় জানাতে জামাতের সদস্যরা মসজিদ ফযল লন্ডনের গন্ডির মধ্যে সমবেত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হুযুর আনোয়ার দোয়া করান এবং হাত নেড়ে সকলকে সালাম জানিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হন।

হুযুরের এয়ার পোর্ট পৌঁছানোর পূর্বেই জিনিস-পত্রের বুকিং, বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ, ইমিগ্রেশনের বন্দোবস্ত বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

দুপুর ১টা দশ মিনিটে হুযুর এয়ারপোর্টে পৌঁছান। প্রোটোকল অফিসার হুযুরকে স্বাগত জানান এরপর হুযুর বিশেষ লাউঞ্জে পৌঁছান।

মহম্মদ রফীক আহমদ হায়াত সাহেব, আমীর জামাত যুক্তরাজ্য, মাননীয় মহম্মদ এখলাক আহমদ সাহেব (ওকালত তবশীর, লন্ডন), মাননীয় সাহেবযাদা মির্যা ওকাস আহমদ সাহেব (সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্য) এবং মাননীয় সৈয়্যদ মহম্মদ আহমদ সাহেব নাসের (নায়েব অফিসার সিকিউরিটি) এয়ারপোর্টে হুযুরকে বিদায় জানাতে সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁরা সকলে হুযুরের সঙ্গে করমর্দন করেন এবং বিদায় জানান।

দুপুর ২টা ১০ মিনিটে হুযুর বিমানে আরোহন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর গাড়ী বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে বিমানের নিকট নিয়ে আসা হয় এবং প্রোটোকল অফিসার হুযুর আনোয়ারকে বিমানে আরোহন করানো পর ফেরত আসেন।

ব্রিটিশ এয়ারলাইন্সের বি.এ -৮১৮ ২টা ৩৫ মিনিটে হিথরো বিমানবন্দর থেকে ডেনমার্কের কোপহেনগানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।

১ ঘন্টা ৫০ মিনিটের উড়ানের পর ডেনমার্কের স্থানীয় সময় ৫টা ২৫ মিনিটে বিমান কোপহেনগান এয়ারপোর্টে অবতরন করে এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-তৃতীয়বারের মত ডেনমার্কের মাটিতে পদার্পণ করেন।

ডেনমার্কের স্থানীয় সময় লন্ডনের সময়ের থেকে ১ঘন্টা অগ্রবর্তী। যে মূহুর্তে হযরত আমীরুল মো'মিনীন বিমান থেকে অবতরন করেন প্রোটোকল অফিসারের সঙ্গে মাননীয় যাকারিয়া খান সাহেব আমীর জামাত ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ ডেনমার্ক এবং মাননীয় মহম্মদ আকরম মাহমুদ সাহেব মুবাল্লিগ ডেনমার্ক ও সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্ক হুযুর (আই.) কে স্বাগত জানান এবং করমর্দন করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর গাড়ি বিমানে দরজার সামনেই পার্ক করানো ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) গাড়িতে বসেন এবং কোন ইমিগ্রেশন প্রসেস ছাড়াই সেখান থেকে জামাতের কেন্দ্র 'নুসরাত জাহাঁ মসজিদ'-এর উদ্দেশ্যে রওনা হন।

৬টা ১৫ মিনিটে নুসরাত জাঁহা মসজিদে হুযুর আনোয়ার (আই.)- এর আগমণ ঘটে। জামাতের পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা হুযুর আনোয়ার (আই.)কে স্বাগত জানান। কচি-কাচাদের একটি দল গীত পরিবেশনের মাধ্যমে স্বাগত জানাচ্ছিল। হুযুর আনোয়ার গাড়ি থেকে বাইরে আসা মাত্রই জনাব নিয়ামতুল্লাহ সাহেব বাশারত মুবাল্লিগ সিলসিলা ডেনমার্ক এবং মাননায় ফালাহুদ্দিন সাহেব মুবাল্লিগ ডেনমার্ক হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে স্বাগত জানান এবং করমর্দন করেন। মাননীয়া আমাতুল মান্নান সাহেবা, সদর লাজনা ইমাউল্লাহ ডেনমার্ক হযরত বেগম সাহেবা মাদ্দা যিল্লাহুল আলী-কে স্বাগত জানান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) হাত উঁচু করে সকলকে আসসালামো আলাই কুম বলেন এবং নিজের শয়ন কক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

আজকের দিন ডেনমার্কের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও কল্যাণের দিন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-ডেনমার্কে পদার্পণ করেছেন। আল্লাহ তা'লা এই সৌভাগ্য এই জামাতের জন্য অশেষ বরকত ও মঙ্গলের বয়ে আনুক।

৬টা ৪০ মিনিটের পর হুযুর আনোয়ার মসজিদ নুসরাত জাহাঁয় উপস্থিত হন এবং নামায যোহর ও আসর একত্রে পড়ান। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) নতুন নির্মিত মিশন হাউস এবং অন্যান্য নির্মাণ কার্য পরিদর্শন করেন।

এই নতুন কমপ্লেক্সে নুসরাত জাহাঁ মসজিদ সংলগ্ন স্থানে লাইব্রেরী, অফিস, ওয়াশরুম, দুটি বারান্দা এবং একটি কিচেন রুম নির্মিত হয়েছে।

নীচের তলায় লাজনাদের জন্য ২১০ বর্গমিটারের একটি নামায সেন্টার নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও লাজনাদের দফতর এবং সাউন্ড সিস্টেমের জন্য একটি পৃথক কামরা নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে মসজিদের সামনে রাস্তার ঠিক বিপরীতে পাশে একটি অত্যন্ত পুরোনো এবং জরাজীর্ণ ভিলা ক্রয় করা হয়েছিল। এই বিল্ডিংটিকে ভেঙ্গে এখানে ৩৬০ বর্গমিটারের একটি বেসমেন্ট তৈরী করা হয়েছে যার মধ্যে আটটি অফিস কক্ষ এবং ১৮০ বর্গমিটারের একটি বিশাল হল ও একটি স্টোররুম রয়েছে।

এই বেসমেন্টের উপরে ১২০ বর্গমিটার বিশিষ্ট মুরুব্বিদের থাকার জন্য একটি কোয়ার্টার নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও দু'টি কামরা ও কিচেনরুমের সুবিধাযুক্ত একটি গেস্ট হাউসও সেখানে তৈরী করা হয়েছে। সেই হিসেবে, ভিলার মোট ৭২৭ বর্গমিটারের জায়গায় একটি বিশাল ইমারত নির্মিত হয়েছে। সমস্ত নির্মাণকার্য মোট ১২০৯ বর্গমিটার স্থান জুড়ে রয়েছে। পুরো কমপ্লেক্সটি অত্যন্ত দৃষ্টি নন্দন। পরিদর্শনের সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদ সংলগ্ন অফিস কক্ষ ও লাইব্রেরী পরিদর্শন করার পর নীচে লাজনাদের নামায সেন্টারে আসেন। সেখানে ডেনমার্কের আমীর সাহেব বলেন যে, হলের একটি অংশ মসজিদের থেকে সামনে বেরিয়ে আছে। সেই কারণে হলের দেওয়ালে একটি চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, যাতে এর পিছনে সারি বেঁধে নামায পড়া হয়। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার নির্দেশনা দিয়ে বলেন যে, কেবল চিহ্ন দেওয়ায় যথেষ্ট নয় বরং এর পিছনে থাকার জন্য একটি সামনে একটি বাধাও থাকা প্রয়োজন। এর পর হুযুর আনোয়ার বাইরের দিক থেকেও মসজিদটি পরিদর্শন করেন এবং ডেনমার্কের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান। এর পর হুযুর বেসমেন্টের সেই অংশে যান যেখানে বেসমেন্টে আটটি অফিস কক্ষ এবং একটি বড় হল নির্মিত হয়েছে। অফিসগুলি পরিদর্শন করে হুযুর আনোয়ার (আই.) হলে আসেন যেখানে মহিলারা হুযুরের আগমণের অপেক্ষায় ছিলেন। মহিলারা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত গ্রহণ করেন এবং কচি-কাচাদের একটি দল সমবেত কণ্ঠে দোয়া সম্বলিত নযম পরিবেশন করার মাধ্যমে হুযুর আনোয়ার (আই.) কে স্বাগত জানায়। হুযুর প্রায় পঁচিশ মিনিট এখানে থাকেন। সেই সময় বাচ্চা মেয়েরা নযম পরিবেশন করতে থাকে। হুযুর আনোয়ার সকল বাচ্চা মেয়েদের স্নেহভরে চকলেট উপহার দেন। এর পর তিনি গেস্ট হাউসে পরিদর্শন করেন এবং শেষে নিজের বিশ্রাম কক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

প্রোগ্রাম অনুযায়ী রাত্রি ৯ টার সময় হুযুর মসজিদ নুসরাত জাহাঁয় এসে মগরিব ও এশার নামায পড়ান। এর পর হুযুর বিশ্রাম কক্ষে যান।

ডেনমার্কে ১৯৫৮ সালে প্রথম জামাতের মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় যখন মাননীয় সৈয়্যদ ইউসুফ সাহেব মুবাল্লিগ সাহেব সুইডেন থেকে প্রথম বার ডেনমার্কে আসেন। সেই সময় জামাত এমন আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল যে, তিনি অপরের কাছে লিফ্ট চেয়ে নিজের যাত্রা সম্পূর্ণ করেন। কিছু সময় ইয়ুথ হোস্টেলে থাকেন, পরে ফ্যামিলি গেস্ট হিসেবে বিভিন্ন বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন।

এরপর আটের পাতায়...

জুমআর খুতবা

যদি আপনাদের ঘরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, আপনাদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, বাহ্যিক অট্টালিকার দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতকে আল্লাহ্ তা'লা বিস্তৃতি দিয়ে থাকেন তাহলে এসব কারণে অবশ্যই খোদার দরবারে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

আপনাদের বা আপনাদের পিতা পিতামহকে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য বা সুযোগ দিয়েছেন। এটি খোদার বিশেষ অনুগ্রহ আল্লাহ্ তা'লা কোন নেকী বা পুণ্যের কারণে এই অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু খোদার অব্যাহত কৃপারাজির ওয়ারিস হওয়ার জন্য এ সকল পুণ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া এবং নিজেদের অবস্থা পূর্বের চেয়ে উন্নত করাও আবশ্যক।

এখানে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষ রয়েছে। সকল শ্রেণী সকল শ্রেণীর মানুষ যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে তারা জন্ম সূত্রে আহমদী হোক বা পরবর্তীতে বয়আতকারীই হোক না কেন বা হিজরত করেই আসুক না কেন বা স্থানীয়ই হোক না কেন সবাইকে এই সব কথাগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। চিন্তা করতে হবে। যে, এখন তাদের ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত যেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের হাতে বয়আতের সুবাদে যেই দায়িত্ব বর্তায় তা তারা পালন করতে পারে।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন বাণীর উদ্ধৃতিসহকারে পুণ্য এবং খোদাভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, মানুষের সাথে সদয় আচরণ, উত্তম আচরণ, তবলীগ ও ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি এবং অমার্জিত বিষয় থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি বিষয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

যারা বলে যে, আমরা অনেক দোয়া করেছি, অনেক দীর্ঘ দোয়া করেছি, অনেক দোয়া করেছি কিন্তু গৃহিত হয় নি। আপনারা নিজেদের হৃদয়কে খতিয়ে দেখুন, আত্মবিশ্লেষণ করুন যে, কোথাও কোন প্রচ্ছন্ন শিরক নেই তো, কোন প্রকার বিদআতে লিপ্ত নন তো বা এমন কোন কথা করছেন না তো বা হচ্ছে না তো যা করতে খোদা বারণ করেছেন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ডেনমার্কের নুসরত জাহান মসজিদে **প্রদত্ত ৬ ই মে, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (৬ ই হিজরত,১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, প্রায় এগারো বছর পূর্বে আমি এখানে এসেছিলাম। সময় কিভাবে কেটে যায় বোঝাও যায় না। অনেকেই শিশু ছিল আজকে তারা যৌবনে উপনীত হয়ে থাকবে, অনেকেই এমন হবে যারা হয়তো পিতা মাতা হয়েছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে এখানে অনেক উন্নতি দিয়েছেন। মসজিদ সন্নিবেশিত একটি বড় হল, অফিস কক্ষ এবং পাঠাগার আর অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও রয়েছে। মসজিদের সামনে যে ঘর ক্রয় করা হয়েছে এর ফলে একটি বড় জায়গা আমাদের হাতে এসেছে। মুবাল্লিগের বাসস্থান, একটি অতিথিশালা এবং একটি বড় হল জামাতের হাতে এসেছে। এসবই খোদা তা'লার কৃপা। যদি আপনাদের ঘরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, আপনাদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, বাহ্যিক অট্টালিকার দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতকে আল্লাহ্ তা'লা বিস্তৃতি দিয়ে থাকেন তাহলে এসব কারণে অবশ্যই খোদার দরবারে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সেই কৃতজ্ঞতার ভাষা কি হবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা কি হবে এর দাবিই বা কি। আমরা যারা যুগ ইমামের মান্যকারী আমরা এই বিশ্বাস রাখি যে, আমরা সেই ব্যক্তিকে গ্রহণ করেছি যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে চলে গেলেও তিনি সেই ঈমানকে ফিরিয়ে আনবেন- এমন প্রেক্ষাপটে আমাদের চিন্তাধারাও মু'মিন সুলভ হওয়া উচিত। বাহ্যিক কৃতজ্ঞতা বা কেবল মৌখিকভাবে আলহামদুলিল্লাহ্ বলেই আত্মপ্রসাদ নিলে চলবে না বরং এটি দেখতে হবে যে, আমরা সত্যিই খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলছি কি না। দেখতে হবে যে আমরা সেভাবে জীবন অতিবাহিত করছি কি না যা এক মু'মিনের জীবন আখ্যায়িত হয়, যার বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) দিয়ে গেছেন আর যা এই যুগে খোলাসা করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

আমি সেই সময়ও এদিকে এখানকার আহমদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যখন আমি এগারো বছর পূর্বে এখানে এসেছিলাম আর প্রায়শঃ আমি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই থাকি। আর খোদা তা'লা আমাদেরকে এমটিএ-র যে সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন, যে নিয়ামত দিয়েছেন এর কল্যাণে আমার কথা সব আহমদীর কর্ণগোচর হচ্ছে, শর্ত হলো তারা যদি শোনা পছন্দ করে তাহলে। যাহোক আমি বলেছিলাম খোদা তা'লা আপনাদের বা আপনাদের পিতা পিতামহকে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য বা সুযোগ দিয়েছেন। এটি খোদার বিশেষ অনুগ্রহ আল্লাহ্ তা'লা কোন নেকী বা পুণ্যের কারণে এই অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু খোদার অব্যাহত কৃপারাজির ওয়ারিস হওয়ার জন্য এ সকল পুণ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া এবং নিজেদের অবস্থা পূর্বের চেয়ে উন্নত করাও আবশ্যক নতুবা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের অগ্রযাত্রা যদি থেমে যায় বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে যদি মনোযোগের ভাটা দেখা দেয় বা দিতে থাকে তাহলে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার কারণ হব আর খোদার এই বিশেষ কৃপা বা অনুগ্রহরাজি যার ভবিষ্যদ্বাণী হযরত রসূলে করীম (সা.) করে গেছেন তা থেকে বঞ্চিত করব। অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব এবং তাঁকে মানার দিকে আমি ইঙ্গিত করছি। যাদের পিতা পিতামহ আহমদী হয়েছেন বা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন যদি তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় বা বিচ্যুত হয় তাহলে তারা তাদের পূর্বসুরীদের দোয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যের প্রতিদান দেন এবং অবশ্যই দিয়ে থাকেন। সন্তান সন্ততিও যদি কারো পুণ্য থাকে তাহলে তা থেকে অংশ পায় আর যদি সম্পূর্ণভাবে খোদার খাতিরে কেউ পুণ্য বা নেক কর্ম করে থাকে।

কিন্তু একই সাথে আল্লাহ্ তা'লা এ কথাও বলেন যে, তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের সংশোধন করতে হবে যেন খোদার কৃপাধারা সবসময় অব্যাহত থাকে। যাদের পূর্বসুরীরা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন তারা বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করে চলেছেন, রক্ষা করেছেন এবং এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তারা এই বাসনা নিজ বক্ষে লালন করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন যে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন সেই অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। সেই অঙ্গীকার রক্ষাকারী হয়ে থাকে। তাই আপনাদের অনেকেই এমন আছে যাদের অনেককেই এখন ভেবে দেখতে হবে যে, আমরা কি সেই অঙ্গীকার রক্ষা করে চলেছি যার নসীহত আমাদের প্রবীনরা করে গেছেন বা যে পথে আমাদের প্রবীনরা আমাদেরকে দেখতে চেয়েছিলেন। এই আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে যে, আমরা কি বাস্তবিকই সেই বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করে চলেছি নাকি কেবল গতানুগতিকভাবে আমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করছি, আত্মীয়তা বা সামাজিক সম্পর্কের কারণে আমরা জামাতভুক্ত আর এজন্যই এখানে আমরা বসে আছি।

অনুরূপভাবে যারা নিজেরা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন তাদেরও খতিয়ে দেখা উচিত যে, আমরা কি ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি এবং আমলকে উন্নত করার চেষ্টা করছি বা করেছি কি নাকি কেবল এক সাময়িক আবেগ ও উচ্ছাস ছিল যে কারণে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি, কোন কথায় প্রভাবিত এবং অভিভূত হয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি আর এখনো সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি যেখানে পূর্বে ছিলাম। আমরা কেবল তখনই লাভবান হব যদি আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ পুণ্যের পানে উঠে। আপনারা এই উন্নত বিশ্বে বা এই সমস্ত দেশে হিজরত করেছেন, হিজরত করে এসেছেন নিজের দেশ থেকে। যারা হিজরত করেছে তাদের অবিরত এই অবস্থার ওপর দৃষ্টি রাখতে হবে যে, এই স্বচ্ছলতা এবং এই সাচ্ছন্দ তাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেয়নি তো? ইউরোপের উন্নতি ও অগ্রগতিতে প্রভাবিত হয়ে ধর্মকে ভুলে যায়নি তো? খোদার অপার কৃপায় এখানে কসোভো বা পূর্ব ইউরোপ থেকেও অনেকেই এসেছে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। রসূলে করীম (সা.)-এর নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ দাসকেও গ্রহণ করেছে, তাদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা অসাধারণ কৃপা করেছেন অনুগ্রহ করেছেন।

বস্তুত এখানে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষ রয়েছে। সকল শ্রেণী সকল শ্রেণীর মানুষ যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে তারা জন্ম সূত্রে আহমদী হোক বা পরবর্তীতে বয়আত করেছে বা হিজরত করে এখানে এসেছে বা তারা স্থানীয়ই হোক না কেন সবাইকে এই সব কথাগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। চিন্তা করতে হবে যে, এখন তাদের ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত যেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় তারা যেন তা পালন করতে পারে।

সুতরাং আমি যেভাবে বলেছি, জন্মগত আহমদী হোক বা পুরোনো আহমদী বা নবাগতই হোন না কেন সকল আহমদী নর ও নারীকে খতিয়ে দেখতে হবে, আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, তারা বয়আতের কারণে যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালন করছে কি না, দায়িত্ব পালিত হচ্ছে কি না। আমাদের ওপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন সেসব দায়িত্ব পালনের তারা চেষ্টা করছে কি না। নিজেদের অবস্থাকে বাস্তব অবস্থাকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা সম্মত করছে কি না। আমরা আমাদের সন্তান সন্ততির সেভাবে তরবিয়তের চেষ্টা করছি কি না যার কল্যাণে তাদের মাঝে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার চেতনা সূচনাতেই সৃষ্টি হবে। আমাদের কর্ম ইসলামী শিক্ষা অনুসারে আমাদের সন্তান সন্ততির জন্য আদর্শ স্থানীয় কি না আমাদের নামায আমাদের ইবাদত আমাদের প্রতিটি কাজ খোদা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশিত শিক্ষা সম্মত কি না। এসব কথা প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে ভালোভাবে অবগত হতে পারে এসব কথার গভীরতা বোঝা, জানা এবং আত্মজিজ্ঞাসার উন্নত মান প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে পথের দিশা দিয়েছেন।

এখন আমি সেই সব উপদেশাবলী থেকে কয়েকটি উপস্থাপন করব যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চেয়েছেন। এক অধিবেশনে নিজের জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে গভীর বেদনার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে,

"আমাদের জামাতের জন্য আবশ্যক হলো এই সমস্যা সংকুল যুগে তাকওয়া অবলম্বন করা যখন সর্বত্র ঔদাসীন্য, ভ্রষ্টতা এবং অমানিশার বাতাস বইছে । পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা হলো খোদার নির্দেশাবলীর তাদের হৃদয়ে কোন মাহাত্ম নেই। অন্যের অধিকার এবং পূর্ববর্তীদের ওসীয়্যতের প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। প্রাপ্য অধিকারও দেয় না আর যে ওসীয়্যত রয়েছে তাও রক্ষা করে না। বস্তুজগত এবং জাগতিক কার্যকলাপে ভয়াবহভাবে নিমগ্ন। সামান্য জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি দেখে ধর্মের অংশকে জলাঞ্জলি দেয় (তখন ধর্মকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে জাগতিতা প্রাধান্য পায় ইহজগতের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর চেষ্টা করে। ধর্ম নষ্ট হয়ে গেলেও হোক জাগতিক ক্ষতি সামলানোর চেষ্টা করা হয়) তিনি বলেন "খোদার অধিকারকে তারা পদদলিত করে। সামান্য জাগতিক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা দেখে ধর্মের অংশকে উপেক্ষা করে এবং খোদার অধিকার পদদলিত করে। তিনি আরো বর্ণনা করছেন যে, মামলা মোকদ্দমা উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সম্পত্তি যখন বন্টন হয় সমস্যা যখন দেখা দেয় তখন এই কুৎসিত বিষয়াদি মাথাচাড়া দেয় আর দৈনন্দিন জীবনে আজ এসব চোখে পড়ে। পারস্পরিক আচার আচরণে লোভ লিপ্সা প্রাধান্য পায়। প্রবৃত্তির কামনা বাসনা এবং রিপুর তাড়না দমনে চরম অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে। যতক্ষন পর্যন্ত খোদা তাদের দুর্বল রাখে পাপে ধৃষ্টতা দেখায় না কিন্তু দুর্বলতা একটু দূর হতেই পাপের সুযোগ পেতেই পাপে জড়িয়ে যায়। পাপ যে এড়িয়ে চলে তা পুণ্যের প্রাধান্যের কারণে নয় বা এই কারণে পাপ করে না যে, সাহস নেই। কিছু জিনিসের ভয় আছে। ভয় দূর হতেই তারা পাপ আরম্ভ করে। তিনি বলেন, আজকের যুগে সর্বত্র সন্ধান করে দেখ এটিই প্রমাণিত হবে যে, যেন সত্যিকার তাকওয়া উঠে গেছে এবং সত্যিকার ঈমান সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে। কিন্তু খোদা তা'লা যেহেতু তাদের সত্যিকার তাকওয়া এবং ঈমানের বীজকে আদৌ বিনষ্ট করতে চান না যাদের মাঝে সত্যিকার তাকওয়ার বীজ আছে খোদা তা'লা চান যে, তা যেন বিনষ্ট না হয়। তিনি যখন দেখেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন যে, এখন ফসল ধ্বংস প্রায়, ধ্বংস হতে যাচ্ছে তখন তিনি ভিন্ন নতুন ফসল আনয়ন করেন যেভাবে খোদা তা'লা বলেছেন যে, চির সতেজ কুরআন রয়েছে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (আল-হিজর: ১০) হাদীসের একটি বিশাল অংশ সুরক্ষিত বা সংরক্ষিত আছে। আরো অনেক এমন কল্যাণরাজি রয়েছে কিন্তু ঈমান এবং কর্মশক্তি সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে। (মুসলমানদের এই চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।) সেই যুগেও এই অবস্থাই বিরাজমান ছিল, আজও একই অবস্থা বিদ্যমান। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই কারণেই প্রেরণ করেছেন যেন এই সমস্ত গুণাবলী আবার সৃষ্টি হয়। খোদা তা'লা যখন দেখলেন যে, ময়দান শূন্য তখন তাঁর মা'বূদ হিসেবে তাঁর এই বৈশিষ্ট্য এই ময়দান খালি থাকবে তা আদৌ পছন্দ করেননি। খোদার উলুহীয়্যত বা খোদার খোদায়ী দেখেছে যে, হৃদয় তাকওয়া শূন্য, পুণ্য হারিয়ে যাচ্ছে হৃদয় থেকে, মানবিক সহানুভূতিকে সামনে রেখে তিনি চাননি যে, এই ময়দান ফাঁকা থাকুক আর মানুষ এইভাবে দূরে পড়ে থাকুক। তাই এর খন্ডন স্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা জীবিতদের সমন্বয়ে এক জামাত গঠন করেছেন আর আমাদের তবলীগের উদ্দেশ্যও তাকওয়ার জীবন, লাভ করা।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৯৫-৩৯৬)

আমি যেভাবে পূর্বে বলেছি যে, আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝবো যে, এটি কেবল সে যুগেরই চিত্র নয় যখন তিনি (আ.) নিজের যুগের বা স্বীয় যুগের মানুষকে নসীহত করছিলেন বরং আজও এই কথাগুলোই আমাদের চোখে পড়ে।

আমাদের মাঝে এমন কয়জন আছে যারা খোদার নির্দেশাবলী শিরোধার্য করে। অন্যদের কথা বাদই দিলাম আমরা যারা তার হাতে বয়আতের দাবি করি আমাদের মাঝে এমন কয়জন আছে এটি খতিয়ে দেখতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আমি জিন্ন এবং মানুষকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি'। প্রশ্ন হলো আমরা কি আমাদের জাগতিক ব্যস্ততা ও কার্যকলাপকে কি আমাদের ইবাদতের বেদিতে উৎসর্গ করি নাকি এর পরিপন্থি আচার আচরণ প্রদর্শন করি নাকি আমাদের ইবাদত জাগতিক কার্যকলাপের জন্য নষ্ট হচ্ছে। এমন মানুষও আছে যারা সময়মত নামায পড়লেও মাথা থেকে বোঝা হিসেবে ছুড়ে ফেলার মতো নামায পড়ে। যারা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানে নি তাদের কথা তো বাদই দিলাম আমাদের মাঝেও এমন মানুষ আছে।

মানুষের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, মানুষের সাথে এহসান কর, অনুগ্রহ কর, সদয় হও। অনেকেই এমন আছে যারা অতিরিক্ত দেয়া তো দূরের কথা বরং অন্যের বৈধ প্রাপ্য অধিকারকেও

পদদলিত করার চেষ্টা করে। আবার অনেকে এমনও আছে যারা জাগতিক ক্ষয় ক্ষতি সহ্য করা পছন্দ করে না কিন্তু ধর্মের ক্ষতি হলেও তা সানন্দে হজম করে। আমাদের মাঝে অনেকেই এমন আছে যারা আত্মসংবরণ করতে পারে না, কথায় কথায় ক্ষেপে যায়, তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। অ-আহমদীরা এমনটি করলে আমরা হয়তো বলি যে, এরা জাহেল বা অজ্ঞ কিন্তু আমাদের মাঝে কেউ যদি এমন করে তাহলে এটি সত্যিই পরিতাপের বিষয়। সুতরাং এসব বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অবস্থান খতিয়ে দেখতে পারে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই শব্দগুলো সবসময় সামনে রাখতে হবে আমাদের যে, খোদা তা'লা জীবিতদের সমন্বয়ে এক জামাত গঠন করতে চান। সুতরাং আমরা এসব জীবিতদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য বয়আত করেছি। তাই আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালনের জন্য তাঁর কথার প্রতি আমাদের কর্ণপাত করতে হবে যেন জীবিতদের জামাতভুক্ত হতে পারি।

পুনরায় হিদায়াত চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং সংগ্রাম তাকওয়ার ওপর নির্ভর করে যতক্ষন তাকওয়া সৃষ্টি না হবে যতদিন মানুষ চেষ্টা প্রচেষ্টা না করবে যতক্ষন নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে ধর্মের খাতিরে সকল কুরবানি দেয়ার জন্য প্রস্তুত না হবে ততক্ষন সত্যিকার হিদায়াত পেতে পারে না এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"যে ব্যক্তি কেবল খোদাকে ভয় করে তাঁর পথের সন্ধানে চেষ্টা করে আর এই বিষয়ে সমস্যা দূরীভূত হওয়ার জন্য যদি দোয়া করে তাহলে খোদা তা'লা স্বীয় আইন وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (আল-আনকাবুত: ৭০) অর্থাৎ যারা আমাদের পথে চেষ্টা করে আমরা তাদেরকে পথ দেখাই এই আয়াত অনুসারে স্বয়ং মানুষের হাত ধরে তাকে পথ প্রদর্শন করেন। খোদার পথের সন্ধানের জন্য তাদের চেষ্টা থাকে একই সাথে দোয়াও করে দুর্বলতা দূরীভূত হওয়ার জন্য, খোদাকে পাওয়ার জন্য আর যেভাবে আয়াত আমি পড়েছি আপনাদের সামনে সেই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, খোদার পথে তাঁকে পাওয়ার যদি চেষ্টা কর তাহলে খোদা অবশ্যই স্বীয় পথ প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, এই আয়াত অনুসারে স্বয়ং হাত ধরে মানুষকে পথ দেখান এবং এমন ব্যক্তির হৃদয়কে প্রশান্ত করেন। হৃদয় যদি অন্ধকারের আবাসস্থল হয় আর মুখ থেকে যদি দোয়া বড় কষ্টে বের হয় বিশ্বাস শিরক এবং বিদআতে যদি কলুষিত থাকে তাহলে সেটি দোয়া কিসের। হৃদয় যদি স্বয়ং অন্ধকারে এবং অমানিশায় নিমজ্জিত থাকে বাহ্যত মৌখিকভাবে দোয়া করলেও বড় কষ্টে দোয়ার শব্দ মুখ থেকে নিঃসৃত হয়। বিশ্বাসের যতটুকু সম্পর্ক আছে বাহ্যত বিশ্বাস এটিই যে, আমরা মুসলমান আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা ঈমান রাখি আলহামদুলিল্লাহ্। খোদার সাথে কাউকে শরীক করি না। বিশ্বাসের দিক থেকে সব ঠিক আছে কিন্তু কার্যত শিরকে লিপ্ত, বিদআতে লিপ্ত, ধর্ম সম্পর্কে নতুন নতুন কথা উদ্ভাবন করেছি। এমন অবস্থা যদি হয় দোয়া হতে পারে না। সেই সন্ধানই বা কি অর্থ রাখে যার সুফল প্রকাশ না পায়, এমন সন্ধানের ভালো ফল প্রকাশ পায় না। তাই অবস্থা যদি এমন হয় সেই সন্ধান সন্ধান গন্য হবে না, তা হৃদয় থেকে উদ্ভূত দোয়া হবে না, তা খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তাঁর নির্দেশ মানার মানসে চেষ্টা এবং দোয়া গন্য হবে না কেননা এর ফলাফল ভালো প্রকাশ পাচ্ছে না। তাই এটি একটি স্পষ্ট মাপকাঠি, ভালো ফলাফল যদি প্রকাশ না পায় তাহলে আমাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, আমাদের মাঝে কোন গলত বা ভুল রয়েছে, আমাদের দোয়ায় কোন ত্রুটি আছে, দোয়া করার রীতি আমরা জানি না, আমরা খোদার নির্দেশ মান্যকারী নই। তিনি বলেন, যতক্ষন মানুষ পবিত্র হৃদয় আর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে সকল অবৈধ আশার দ্বার নিজের হাতে বন্ধ করে খোদার সামনে হাত প্রসারিত করবে না ততক্ষন সে খোদার সাহায্য সমর্থন লাভের যোগ্য হয় না কিন্তু যখন সে খোদার দরবারে সিজদাবনত হয় আর তাঁর কাছেই দোয়া করে তখন তার এই অবস্থা খোদা তা'লার সাহায্য এবং রহমতকে আকর্ষন করে। মানুষ যদি নিঃস্বার্থভাবে খোদার দ্বারে সিজদাবনত হয়, দোয়া করে তাহলে অবস্থা এমন হয় যা খোদার সাহায্য সমর্থনকে আকর্ষণ করে এবং সেই সাহায্য সমর্থন অর্জন করে আর এটি রহমতের কারণ হয়, খোদার কৃপাবারি মানুষ লাভ করে, অর্জন করে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আকাশ থেকে মানুষের হৃদয়ের গভীরে কি আছে তা দেখেন, আকাশে বসে মানব হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ সম্পর্কে তিনি অবহিত। যদি হৃদয়ের কোন স্থানে কোন প্রকার অন্ধকার, শিরক বা বিদআতের কোন অংশ থাকে তাহলে তার দোয়া এবং ইবাদতকে তার মুখে ছুড়ে মারেন। সুতরাং হৃদয়কে সকল অর্থে পবিত্র করার প্রয়োজন রয়েছে। হৃদয়ে কোন স্থানে যেন অমানিশা না থাকে, কোন স্থানে যেন শিরকের কোন দিক না থাকে। কোথাও কোন প্রকার বিদআতের ধ্যান ধারণা যেন হৃদয়ে জাগ্রত না হয়, এমনটি যদি হয় তাহলে ইবাদত আর ইবাদত থাকে না, আল্লাহ্ তা গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন, খোদা তা'লা তার মুখে ছুড়ে মারেন। যদি তিনি দেখেন যে, তার হৃদয় সকল প্রকার কামনা বাসনা এবং অমানিশা থেকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন তাহলে তার জন্য রহমতের দ্বার উন্মোচন করেন, তাকে নিজ ছায়ায় স্থান দিয়ে তাকে লালন পালনের নিজেই দায়িত্ব নেন। হৃদয় যখন পবিত্র হয়ে যায়, খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে যখন মানুষ সবকিছু করে তখন আল্লাহ্ তা'লা সকল অর্থে তার লালন পালন করেন, তার চাহিদা পূরণের নিজেই দায়িত্ব নেন।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৯৬-৩৯৭)

সুতরাং একজন প্রকৃত আহমদীকে নিজের হৃদয়কে সকল প্রকার শিরক এবং বিদআত থেকে পরিষ্কার করতে হবে। যারা বলে যে, আমরা অনেক দোয়া করেছি, অনেক দীর্ঘ দোয়া করেছি, অনেক দোয়া করেছি কিন্তু গৃহিত হয় নি। আপনারা নিজেদের হৃদয়কে খতিয়ে দেখুন, আত্মবিশ্লেষণ করুন যে, কোথাও কোন প্রচ্ছন্ন শিরক নেই তো, কোন প্রকার বিদআতে লিপ্ত নন তো বা এমন কোন কথা করছেন না তো বা হচ্ছে না তো যা করতে খোদা বারণ করেছেন।

তাকওয়া প্রতিষ্ঠাই এই জামাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, "এই জামাতের পিছনে খোদার উদ্দেশ্য এবং যা তিনি আমার সামনে প্রকাশ করেছেন তা হলো তাকওয়া হ্রাস পেয়েছে। এই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া বা খোদা ভীতি প্রতিষ্ঠা করা। এই কথা জামাতকে দৃষ্টিগোচর রাখতে হবে। তিনি বলেন, অনেকেই স্পষ্ট নির্লজ্জতায় নিপতিত, অনাচার, কদাচার এবং পাপাচারিতার মাঝে জীবন যাপন করছে, কিছু এমন মানুষ আছে যারা এক প্রকার অপবিত্রতার মিশ্রন রাখে নিজেদের কর্মে কিন্তু তারা জানে না যে, ভালো খাবারে স্বল্প বিষও যদি মিশে যায় পুরো খাবার বিষাক্ত হয়ে যায়। আমাদের অনেকেই আছে যারা নেক কর্ম করে কিন্তু এমন কিছু পাপে লিপ্ত বা জড়িত রয়েছে যা আমাদের পুণ্যকে ঘুনের মতো খেয়ে ফেলছে। তিনি বলেন, ভালো খাদ্য ভালো জিনিসকে সামান্য বিষও বিষাক্ত করে তোলে। তিনি বলেন অনেকেই এমন আছে যারা ছোট ছোট পাপ যেমন লোকদেখানো ইত্যাদিতে লিপ্ত যার শাখা বড় সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। খোদা তা'লা এখন পৃথিবীকে তাকওয়া এবং পবিত্র জীবনের আদর্শ বা দৃষ্টান্ত বানাতে চান। এই কারণেই তিনি এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি পবিত্রতা চান আর এক পবিত্র জামাত গঠন করা হলো তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, তাকওয়া এবং পবিত্রতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হলো উদ্দেশ্য।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭)

আর আমাদেরকে আত্ম অবস্থান খতিয়ে দেখতে হবে যে, আমাদের অবস্থা এমন কি না। আমরা স্বয়ং তাকওয়া এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয় কি না, অন্যরা আমাদের কাছে শিখতে পারে কি না। আমাদের নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থা দেখে আমরা এই বিষয়টি যাচাই বাছাই করতে পারি।

নিজের জামাতকে তিনি কেমন দেখতে চান এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, এই জামাত খোদা তা'লা স্বয়ং নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা করেছেন আর আমরা দেখি যে, অনেকেই আসে আর স্বার্থ নিয়ে আসে। আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজ হাতে, তাকওয়াশীলদের সমন্বয়ে এক জামাত গঠনের জন্য, আত্মসংশোধন কারীদের সমন্বয়ে এক জামাত গঠনের জন্য কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু এমন মানুষও আমাদের কাছে এসে যায়, যারা ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে আসে, পুণ্য আর তাকওয়া অর্জন তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হয় না। বরং তাদের ব্যক্তিগত কিছু স্বার্থ থাকে যে কারণে তারা আসে। তো এই স্বার্থ চরিতার্থ হলে তো হলো, না হয় কিসের ধর্ম আর কিসের ঈমান, তারা ছেড়ে চলে যায়, তখন ঈমান নিয়ে তাদের আর কোন মাথাব্যাথা থাকে না। পক্ষান্তরে সাহাবীদের জীবনে যদি দৃষ্টিপাত করা হয় তাঁদের জীবনে একটি ঘটনাও এমন দেখা যায় না, তারা কখনও এমন করেন নি। আমাদের হাতে বয়আত তো আসলে তওবারই বয়আত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে আমরা যে বয়আত করি তা আসলে তওবারই বয়আত। অর্থাৎ আমরা পাপ থেকে তওবা করি, অনুশোচনা করি এবং ভবিষ্যতে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া করি আল্লাহ্ তা'লার কাছে। কিন্তু তিনি বলেন, সাহাবীদের বয়আত জীবন বলি দেয়ার বয়আত ছিল, তারা জীবন বলি দেয়ার বয়আত করেছেন,

সেই যুগ ছিল তরবারির জিহাদের যুগ, এজন্য সবাই প্রতিটি মুহূর্ত প্রস্তুত ছিলেন। একদিকে তারা বয়আত করতেন অপর দিকে নিজেদের সকল ধন-সম্পদ, সম্মান, প্রাণ এবং সম্পদ থেকে তারা হাত উঠিয়ে নিতেন, সবকিছু ছেড়ে দিতেন। এক কথায় তারা যেন কোন কিছুর মালিক ছিলেন না, এই দুনিয়ার প্রতি তাদের কোন আশা-ভরসা ছিল না, সকল প্রকার সম্মান, মাহাত্ম, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের বাসনা তাদের উবে যেত, তাদের নিজেদের কিছুই ছিল না, নিজ সত্তার সম্মানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না, কোন মাহাত্মের বাসনা পোষণ করতেন না, কোন বড় পদের লিপ্সা তাদের ছিল না। একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আমরা ইসলামের জন্য প্রাণ, সম্পদ এবং সম্মান উৎসর্গ করার জন্য সদা প্রস্তুত। আজও আমরা এই অঙ্গীকারই করি। কিন্তু এমনও আছে, ওহদাদারদের মাঝেও এমন মানুষ আছে যারা পদের বাসনা রাখে যে, হয়ত সীমিত গন্ডীতে হলেও কিছু না কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উচিত ছিল পদ পেয়ে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, পূর্বের চেয়ে অধিক ধর্মের সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ হওয়া, কিন্তু সেদিকে এদের মনোযোগই থাকে না, বরং শুধু পদের অহমিকায় মত্ত থাকে, তাই ওহদাদার বা পদাধিকারীদেরও এদিকে মনোযোগ দিতে হবে।

তিনি বলেন, সাহাবাদের মাঝে কে ভাবতে পারতেন যে, আমরা বাদশাহ্ হব বা কোন দেশ জয় করব, আরবদের অবস্থা যা ছিল সেই অবস্থার নিরীখে কেউ এমন কথা ভাবতেও পারতেন না। এমন কথা তাদের অলীক কল্পনায়ও কখনো স্থান পায় নি বরং তারা সকল প্রকার আশা ভরসার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখতেন, সব সময় খোদার পথে সকল দুঃখ এবং সমস্যাকে আনন্দের সাথে বরণে তারা প্রস্তুত হয়ে যেতেন। তারা কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি চাইতেন না, কোন পদের বাসনা রাখতেন না, সম্মান-মাহাত্ম চাইতেন না, তারা ত্যাগের সুযোগ খুঁজতেন আর তাতেই তারা আনন্দ পেতেন। এটিকেই তারা উপভোগ করতেন। তিনি বলেন, এমনকি তারা প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন, তাদের অবস্থা এমন ছিল এই পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে ছিলেন তারা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এটি ভিন্ন বিষয় যে, খোদা তা'লা তাদের ওপর স্বীয় অনুগ্রহ করেছেন এবং স্বীয় দানে ভূষিত করেছেন। তারা সকল ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপা করেছেন এবং স্বীয় দানে তাদের এতটা ধন্য করেছেন আর তাদের যারা এ পথে সবকিছু উজাড় করেছেন তাদেরকে হাজার সহস্র গুণ ফেরত দিয়েছেন।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৯৭-৯৮)

এরপর গভীর বেদনার সাথে আমাদের চারিত্রিক উন্নতি, পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া, পাপ পরিত্যাগের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন,

"যে ব্যক্তি নিজের প্রতিবেশীর সামনে নিজের চরিত্রের পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত দেখায় অর্থাৎ পূর্বে কি ছিল আর এখন কি, এমন ব্যক্তি যেন একটা নিদর্শন বা মোজেযা দেখায়। আমাদের আহমদীয়াত গ্রহণের পর প্রতিবেশী যদি আমাদের মাঝে পরিবর্তন দেখতে পায় বা সব আহমদী যদি প্রতিবেশীর সাথে এমন ব্যবহার করে যে, প্রতিবেশী আশ্চর্য হয়ে দেখে যে, এই ব্যক্তি সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন ব্যক্তি যে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সে যেন একটি মোজেযা বা নিদর্শন প্রদর্শন করে, এমন কাজ করে যা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়। তিনি বলেন, এর প্রতিবেশীর ওপর খুবই উন্নত প্রভাব পড়ে আর এই উন্নত চরিত্রের কারণে প্রতিবেশী প্রভাবিত হয় আর অনেক উন্নত প্রভাব পড়ে। তিনি বলেন, আমাদের জামা'তের বিরুদ্ধে আপত্তি করে মানুষ যে, আমরা জানি না কি উন্নতি হয়েছে আর অপবাদ আরাপ করে যে, এরা মিথ্যা এবং অপবাদ আরোপের কাজে লিপ্ত। বিরোধীদের সম্পর্কে বলছেন যে, এরা জামাতের ওপর অপবাদ আরোপ করে যে, আহমদী হয়ে এদের কি উন্নতি হয়েছে, মিথ্যা, অপবাদ, কুধারণা পোষণ, রাগ-ক্রোধের শিকার এরা। তিনি বলেন, এটি কি তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ নয় যে, মানুষ এই জামাতকে ভালো মনে করে এই জামাতে যোগ দিয়েছে, যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে তাদের জন্য তো এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার যে, ভালো জামাত মনে করে মানুষ এই জামাতে যোগ দিয়েছে বা তাদেরকে দেখে, তাদেরকে ভালো মনে করে কোন ব্যক্তি জামাতে যোগ দিয়েছে বা জামাতের শিক্ষা শিরোধার্য করেছে। তিনি বলেন, যেভাবে এক সুপুত্র পিতার জন্য সুনাম বয়ে আনে বয়আতকারীও সন্তানের মর্যাদা রাখে, এক ভদ্র, আনুগত্যশীল, পুণ্যবান, অনুগত সন্তান বা ছেলে তার পিতার জন্য সুনাম বয়ে আনে। আর বয়আতকারীও যেহেতু ছেলের মতই হয়ে থাকে, ছেলের মর্যাদা রাখে। তিনি এ কথার পক্ষে প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেন যে, মহানবী (সা.) এর স্ত্রীদেরকে এই কারণেই উম্মাহাতুল মু'মেনীন বা মু'মিনদের জননী আখ্যা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ হুযূর (সা.) সাধারণ মু'মিনদের যেন পিতা। যদি তিনি (সা.) এর স্ত্রীরা মু'মিনদের জননী হয়ে থাকেন তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে তিনি (সা.) মু'মিনদের পিতা। যেভাবে দৈহিক পিতা মানুষকে পৃথিবীতে আনার কারণ হয়ে থাকে, প্রত্যেকের পিতা বা পিতা-মাতা কোন ব্যক্তিকে বা কোন সন্তানের পৃথিবীতে আসার কারণ হয়, তাদের কল্যাণেই সন্তান পৃথিবীতে আসে বা ছেলে পৃথিবীর চেহারা দেখে আর জাগতিক জীবন বা বাহ্যিক জীবন সে লাভ করে এক পিতার কল্যাণে। পক্ষান্তরে রয়েছেন আধ্যাত্মিক পিতা, তিনি আকাশে নিয়ে যান, দৈহিক পিতা বা জাগতিক পিতা এই ভূমিতে আনেন এক ছেলেকে আর আধ্যাত্মিক পিতা আকাশে নিয়ে যান, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতির কারণ হয়ে থাকেন। সেই মূল কেন্দ্রের দিকে পথের দিশা দেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার দিকে পথের দিশা দিয়ে থাকেন। আপনারা চাইবেন কি বা পছন্দ করবেন কি যে, কোন পুত্র পিতার জন্য দুর্নাম বয়ে আনবে? কেউ পছন্দ করবে না যে, পুত্র পিতার জন্য দুর্নামের কারণ হবে আর কোন পিতাও পছন্দ করবে না যে, তার পুত্র তার জন্য দুর্নাম বয়ে আনবে।

সুতরাং যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে, এ কারণে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন কর যার ফলে অন্যের জন্যও হোঁচটের কারণ হবে না। আর পিতার জন্যও দুর্নাম বয়ে আনবে না বা পিতার জন্য ও দুর্নামের কারণ হবে না। কোন পুত্র পিতার জন্য দুর্নাম বয়ে আনবে বা পতিতার কাছে যাবে এটি কি কেউ পছন্দ করবে? বা জুয়া খেলে বেড়াবে, মদ পান করবে বা এমন সব নোংরা কাজে লিপ্ত হবে, কেউ কি এটি পছন্দ করবে? জুয়া, মদ, এই ধরণের অপকর্ম কারো পুত্র করবে কোন নেক মুসলমানের পিতা এটি পছন্দ করবে না বরং কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যা অমুসলিমরাও ভাল নযরে বা দৃষ্টতে দেখে না মদ পান করবে আর এমন সব অপকর্মে লিপ্ত হবে যা পিতার দুর্নামের কারণ হবে। তিনি বলেন, আমি জানি এমন কেউ নেই যে, এই ধরনের কর্মকে পছন্দ করবে কিন্তু সেই অযোগ্য পুত্র যখন এমন করে তখন মানুষের মুখ বন্ধ করা যাবে না, কোন পুত্র যদি এমন অপকর্ম করে মানুষ অঙ্গুলি ইঙ্গিত করবে, তার সম্পর্কে কথা বলবে, তার পিতার সম্পর্কে কথা বলবে, মানুষ তার পিতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলবে যে, এ অমুক ব্যক্তির পুত্র, অমুক অপকর্মে লিপ্ত। সুতরাং সেই অযোগ্য পুত্র নিজেই পিতার জন্য দুর্নাম বয়ে আনে, অনুরূপ ভাবে যখন কোন ব্যক্তি এক জামাতভুক্ত হয় আর জামাতের মাহাত্ম এবং সম্মানের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে থাকে, তার পরিপন্থী কাজ করে, সে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ধরা পড়ার যোগ্য হয়ে যায়। কেননা সে কেবল নিজেকেই ধ্বংস করে না বরং অন্যের জন্য নোংরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাদেরকে সৌভাগ্য এবং হিদায়াতের পথ থেকে বঞ্চিত রাখে। প্রথমে তিনি যা বলেছেন এর ব্যাখ্যা করলেন এখানে। সুতরাং আপনাদের জন্য যতটা সম্ভব আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য যাচনা করুন, নিজেদের পুরো শক্তি এবং দৃঢ়মনোবল নিয়ে নিজের দুর্বলতা দূরীভূত করার চেষ্টা কর, যেখানে ব্যর্থ হও সেখানে নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের সাথে হাত উঠাও, আকুতি মিনতির সাথে উত্থিত হাত যা নিষ্ঠা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে উত্থিত হয় তা খালি হাতে বা খালি হাত ফিরে যায় না। ব্যর্থ হলে এই কথা মনে করো না যে, এখন আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়, দোয়া কর আর এত দোয়া কর যার কোন শেষ নেই। কিন্তু হাত নিষ্ঠার সাথে উত্থিত হতে হবে, আল্লাহ্‌র দরবারে যখন দোয়া করবে সত্যতার সাথে, নিষ্ঠার সাথে উঠা উচিত, নিজেদের হৃদয়কে খতিয়ে দেখ যে, দেখ! আমি যা বলছি তাই আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে চাচ্ছি। যদি সত্যের প্রেরণা হৃদয়ে জাগ্রত হয় আর এর ফলে যদি হাত উত্থিত হয়, এর ফলে যার কল্যাণে মানুষ খোদার দরবারে সিজদাবনত হবে, তো এমন হাত খালি হাতে ফিরে যায় না। আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বীয় দানে ধন্য করেন। তিনি বলেন, আমরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছি যে, আমাদের সহস্র সহস্র দোয়া গৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে।" পুনরায় তিনি বলেন, "এটি একটি নিশ্চিত কথা যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের মানব ভাইয়ের জন্য সহানুভূতির প্রেরণা খুঁজে না পায় তাহলে সে কৃপন, সাথী এবং অন্যান্য মানুষের জন্য তার মাঝে যদি সহানুভূতি না থাকে তাহলে এর অর্থ হলো তুমি কৃপণ। তিনি বলেন, আমি যদি মঙ্গল এবং কল্যাণের কোন পথ খুঁজে পাই তাহলে আমার জন্য আবশ্যক হবে মানুষকে সেই পথের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো। আমরা ভালো এবং কল্যাণের পথ দেখেছি, এই কারণেই আমরা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। তাই আমাদের জন্য আবশ্যক হবে মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানানো যে, আস আর নিজেদের ইহ এবং পরকালকে সুনিশ্চিত করার এই পথ অবলম্বন কর। তিনি বলেন যে, এই

বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয় যে, কে মানল বা মানল না, আমাদের কাজ হলো ডাকা, আমাদের কাজ হলো সংশোধন করা, এটি দেখো না যে কেউ নেক কর্ম করছে কি না বা গ্রহণ করছে কি না।

তিনি ফার্সির একটি পংক্তি তুলে ধরেন

"কিস বেশানভিদ ইয়া নাশানভিদ, মান গুফতগুয়ে মিকুনাম"

অর্থাৎ কেউ শুনুক বা না শুনুক আমার কাজ হলো বলে যাওয়া বা নসীহত করতে থাকা।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৬-১৪৭)

সুতরাং উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তবলীগের দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। এই দায়িত্ব প্রত্যেক আহমদীর কাঁধে বর্তায়, আমাদের এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। অবশেষে একটি সময় এমন আসবে যখন মানুষ শুনবে বা কর্ণপাত করবে কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেন, যদি কেউ নাও শুনে, নাও কর্ণপাত করে আমাদের পয়গাম পৌঁছানো উচিত, কিন্তু একই সাথে তিনি যেভাবে বলেছেন, তাঁর জামাতের প্রতি আরোপিত হওয়ার পর আমাদের উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, তাহলেই আমাদের প্রতি মানুষের মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।

পুনরায় আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা উন্নত করার বিষয়ে নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইলহামে যে শব্দ এসেছে اِلَّا الَّذِيْنَ عَلَوْا بِاسْتِكْبَارٍ প্লেগ সংক্রান্ত এটি আরাবি ইলহাম। এর অর্থ হলো, যারাই তোমার গৃহের চতুর্সীমার ভিতর আশ্রয় নিবে আমি তাদের রক্ষা করব কিন্তু একই সাথে আল্লাহ্ তা'লা কিছু ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করেছেন যে, اِلَّا الَّذِيْنَ عَلَوْا بِاسْتِكْبَارٍ অর্থাৎ যারা নিজেদের বড় মনে করে এর ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটিই করেছেন। অর্থাৎ যারা সম্পূর্ণ ভাবে আনুগত্য এবং এতায়াত করে না, যারা খাঁটি এতায়াত করে না। এতায়াত বা আনুগত্যকারী তারা যারা তাঁকে গ্রহণ করেছে, যারা পুরোপুরি আনুগত্য বা এতায়াত করে না এই ইলহামে তাদের কথাও বলা হয়েছে, তিনি বলেন, এটি একটি ওয়ার্নিং বা সতর্কবাণী, যেখানে খোদা এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, যারা তোমার গৃহে আশ্রয় নিবে আমি তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করব, সেখানে একথাও বলা হয়েছে, যারা পূর্ণ আনুগত্য করবে না তাদের ক্ষেত্রে এই শুভ সংবাদ প্রযোজ্য হবে না। তাদের হিফাযত করা আল্লাহ্‌র জন্য আবশ্যক হবে না। তিনি বলেন, তাই আবশ্যক হলো বার বার কিশতিয়ে নূহ পুস্তক এবং কুরআন করীম পাঠ কর এবং সেই অনুসারে আমল কর। কেউ জানে না যে, কি হতে যাচ্ছে, স্বজাতির পক্ষ থেকে যেই অভিসম্পাত এবং গালমন্দ শোনার ছিল তা শুনেছ, আহমদীয়াত গ্রহণের পর অনেকেই শত্রুতা করে কিন্তু এই অভিশাপ, অভিসম্পাতের পরেও আল্লাহ্‌র সাথে যদি তোমাদের স্বচ্ছ সম্পর্ক না থাকে, তাঁর কৃপা ও করুণার চাদরে যদি আবৃত্ত না হও তাহলে কত বড় সমস্যার বিষয় এটি। পত্র-পত্রিকা কত হৈ চৈ করে আর আমাদের বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। আজকাল তো এই বিরোধিতা অনেক বেড়ে গেছে, এই কারণেই ইউরোপে আহমদীরা আসে পাকিস্তান থেকে আর এই বিরোধিতার কারণেই আসে। তিনি বলেন, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্‌র কাজ, আল্লাহ্‌র ব্যবহার বরকতময় হয়ে থাকে, অবশ্যই এই বরকত থেকে অংশ পাওয়ার জন্য আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, আত্মসংশোধন করা এবং নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করা। তাই তোমাদের ঈমান এবং কর্মের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখ, দেখ যে এমন পরিবর্তন এবং পরিচ্ছন্নতা সাধিত হয়েছে কি যে, তোমাদের হৃদয় খোদার আরশ হয়ে যাবে এবং তোমরা তাঁর নিরাপত্তার ছায়ায় স্থান পাবে।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৯-৭০)

সুতরাং এই আত্মজিজ্ঞাসা বা এমন আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন রয়েছে। নতুন আহমদী হোক বা পুরোনো, মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণের পর যতক্ষণ নিজেদের ব্যবহারিক সংশোধন না করব সেই সকল কল্যাণরাজি থেকে অংশ পেতে পারি না যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বয়আত গ্রহণের পর লাভ হয় আর আমরা তাঁর নিরাপত্তার বেষ্টনিতেও স্থান পেতে পারি না।

তিনি বলেন, "ঈমানের জন্য আকুতি, মিনতি, ক্রন্দন -আহাজারি বীজ সদৃশ্য আর বৃথা কার্যকলাপ পরিত্যাগ করলে ঈমানের কোমল এবং সুন্দর কুড়ি বা চারা বের হয়। এই অবস্থাকে ঈমানের বীজের সাথে তুলনা করা যায়। এরপর এই মান সৃষ্টি হলে আর বৃথা কার্যকলাপ যখন মানুষ পরিত্যাগ করে তখন যেভাবে কোমল নরম চারা বের হয় অনুরূপভাবে সবুজ সতেজ পাতা বের হয়। যাকাত হিসেবে সম্পদ খরচ করলে ঈমানী বৃক্ষের শাখা বের হয়। যারা আর্থিক কুরবানী করে, যারা যাকাত দেয়, খোদার পথে ব্যয় করে তা সেই চারাকে সুদৃঢ় করে এবং তার শাখা-প্রশাখা গজাতে থাকে, যা তাকে এত দৃঢ় করে যার ফলে সেই চারা দৃঢ় হয়ে উঠে, রিপুর তাড়নার মোকাবেলা করার কল্যাণে এই সকল শাখা দৃঢ় হয়ে যায় এবং শক্ত হয়ে যায়। মানুষের হৃদয়ে যখন নোংরা কামনা-বাসনা মাথা চারা দেয়, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা নোংরা চেহারা প্রকাশ করে, পাপের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, মানুষ যদি এর মোকাবেলা করে এটিকে যদি চাপা দেয় আর এতে যদি লিপ্ত না হয়, এটিকে চাপা দিলে এই বৃক্ষের যেই শাখা-প্রশাখা গজায় তা দৃঢ় হয়, তা মজবুত হয়। পুনরায় নিজের অঙ্গীকার ও আমানতের সকল শাখার রক্ষণাবেক্ষণ ও হিফাযতের ফলে বৃক্ষ তার দৃঢ় কান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। যেই অঙ্গীকার করেছেন আপনাদের ওপর যেই আমানত ন্যস্ত হয়েছে সেই সবের যদি সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, সবাই একটি অঙ্গীকার করেছেন যে, আমি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব। খোদ্দাম, আনসার, লাজনা নির্বিশেষে সকল অঙ্গ

সংগঠনে এই অঙ্গীকার করা হয় আর জামা'তও বয়আত নেওয়ার সময় এই অঙ্গীকার নিয়ে থাকে, যদি এই অঙ্গীকারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিফাযত কর আর তোমাদের ওপর যে আমানত ন্যস্ত রয়েছে তার হিফাযত কর। আমানত কি? ওহদাদারদের হাতে কোন পদ রয়েছে আমানত স্বরূপ, সাধারণ আহমদীর ওপরও আমানত ন্যস্ত রয়েছে, আহমদীয়াতের প্রকৃত নমুনা বা আদর্শ হিসাবে তাকে কাজ করতে হবে, সে যেন কারো স্খলনের কারণ না হয়। এমনটি যদি হয় তাহলে ঈমানের এই বৃক্ষ দৃঢ়কান্ডের ওপর দন্ডায়মান হয়। এইসব কিছু সম্মিলিতভাবে তাকে দৃঢ়বৃক্ষে পরিণত করবে। এরপর ফল ধরার সময় এক বৃক্ষ যখন বড় হয় আর তখন সেটি ফল ধরার সময় হয়ে থাকে, ফল ধরার সময় আরেক শক্তির কল্যাণবারি তার ওপর বর্ষিত হয়। কেননা এই শক্তি লাভের পূর্বে বৃক্ষে ফলও ধরতে পারে না আর ফুলও আসতে পারে না।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ২১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৯)

এমন দৃঢ়তার ফলে খোদার কৃপাবারিও বর্ষিত হয় আর আল্লাহ্ তা'লা সেই বৃক্ষে ফল দেন। খোদার ঐশী কল্যাণরাজি থেকে তা কল্যাণ লাভ করে বা কল্যাণমন্ডিত হয়। সুতরাং বিনয়ও আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে কেননা এর মাধ্যমে আমরা প্রবৃত্তিকে বশবর্তী করতে পারব, পিষ্ট করতে পারব আর ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করা সম্ভব হবে। বৃথা কার্যকলাপ যা আজকাল আমাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছে, সব ঘরেই এইসব রয়েছে টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট হিসেবে, সেইসব এড়িয়ে চলা সম্ভব আর ঈমানের বৃক্ষের হিফাযতের জন্য এসব এড়িয়ে চলা আবশ্যক। আর কেবল তবেই ফুল এবং ফলধারী শাখায় পরিণত হতে পারি আমরা খোদা তা'লার কৃপায় আর নিজেদের এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের ইহকাল এবং পরকালকে আমরা সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হব।

একবার তিনি জামা'তের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন, এই যুগ আধ্যাত্মিক যুদ্ধের যুগ, শয়তানের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। শয়তান তার সকল অস্ত্র শস্ত্র এবং ষড়যন্ত্র নিয়ে ইসলামী দুর্গে হামলা করছে আর সে ইসলামকে পরাজিত করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এখন শয়তানের শেষ যুদ্ধে চিরতরে তাকে পরাস্ত করার জন্য এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

সুতরাং আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন রয়েছে যে, আমাদের বাস্তব অবস্থা এমন কি না, শয়তানের সাথে যুদ্ধের জন্য আমরা কি সদা প্রস্তুত আছি। তিনি বলেন, " ধন্য সেই, যে এটিকে সনাক্ত করে। পুণ্য লাভের সময় বড় স্বল্প রয়ে গেছে, কিন্তু অচিরেই সেই সময় ঘনিয়ে আসছে যখন আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তের সত্যতাকে সূর্যের চেয়েও অধিক উজ্জ্বল করে পৃথিবীর সামনে প্রকাশ করবেন। একটি সময় আসছে যখন ঈমান পুণ্যের কারণ হবে। যখন দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় তখন মানুষ ঈমান আনবে কিন্তু তা পুণ্যের কারণ হবে না আর তা তওবার দ্বার বন্ধ করার বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ দিবে, সেই মান থাকবে না যা আজকে রয়েছে, যখন পৃথিবী আমাদের কিছুই মনে করে না। তিনি বলেন, এখন আমার মান্যকারীদের বাহ্যত নিজের প্রবৃত্তির সাথে এক ভয়াবহ যুদ্ধ করতে হয়, অনেক সময় তাকে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়, তার জাগতিক কার্যকলাপে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে, তাকে গালি শুনতে হবে। আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশে বিশেষ করে মুসলমান দেশগুলোতে এমনটি হচ্ছে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday,9th June, 2016 Issue No. 14

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

অভিসম্পাত শুনবে কিন্তু এসব কথার প্রতিদান পাবে সে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় সময় যখন আসবে এমন দুর্বার আকর্ষণে পৃথিবী এদিকে আকৃষ্ট হবে যেভাবে উঁচু পাহাড় বা টিলা থেকে পানি নিচে ধেয়ে আসে। কোন অস্বীকারকারী যখন থাকবে না তখন স্বীকারের আর অর্থই কি তখন মানা বীরত্বের কারণ নয়, পুণ্য সব সময় দুঃখের যুগেই লাভ হয়ে থাকে। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) রসূলে করীম (সা.)কে গ্রহণ করে যদি মক্কার নেতৃত্বকে উপেক্ষা করেন, মক্কার নেতা হওয়া সম্ভব ছিল তার জন্য এটি ছেড়ে দেয়ার পর খোদা তা'লা তাঁকে সারা পৃথিবীর বাদশাহ্ বানিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) এক কম্বল পরিধান করাকেইযথেষ্ট মনে করেছেন, ইসলাম গ্রহণ করেন আর এইভাবে দারিদ্রকে বরণ করেন, মিসকিনের মত হয়ে যান, তত সম্পদও ছিল না আর বলেন,

"হারচেহ বাদ আবাদ মা কিশতি দার আব আন্দাখতিম"

এর অনুবাদ হলো, যা হওয়ার হবে, আমরা জাহাজ সমুদ্রের বুকে ঠেলে দিয়েছি। এর পরিপূরণস্থল হয়ে হযরত উমর (রা.) কি করেছেন, মহানবী (সা.)কে গ্রহণ করেছেন। প্রশ্ন হলো আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে কি কোন পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রেখেছেন? মোটেই নয়। খোদার জন্য যদি কেউ এতটুকু করে সে ততক্ষণ মারা যায় না যতক্ষণ সে এর প্রতিদান না পায়। তাই নিজের পা উঠানো আবশ্যক, নিজের আমল করা আবশ্যক, নিজের এগিয়ে যাওয়া আবশ্যক। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি খোদার পানে সামান্য গতিতে অগ্রসর হয় আল্লাহ্ তার দিকে ছুটে আসেন। তিনি বলেন, ঈমান হলো কিছু গোপন থাকতেই গ্রহণ করা, প্রথম কয়েক রাতের চাঁদ যে দেখতে সক্ষম হয়, বলা হয় যে, তার দৃষ্টি প্রখর, তার দৃষ্টিকে প্রখর আখ্যা দেওয়া যায়, তার দৃষ্টি প্রখর হয়ে থাকে কিন্তু চতুর্দশী চাঁদ দেখে যে হৈ চৈ করে যে আমি চাঁদ দেখেছি সে উন্মাদই আখ্যায়িত হবে। "

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫-২৬)

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন আমাদের ঈমানকে দৃঢ়কারী হই, খোদার নির্দেশ মেনে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালনকারী হই, নিজেদের কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীকে সত্যের পথ দেখাই আর খোদা তা'লা আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সত্যিকার অর্থে এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়ে যেন সচেষ্ট হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

একের পাতার পর....

আব্দুস সালাম মেডিসন সাহেব হলেন ডেনমার্কের প্রথম স্থানীয় আহমদী। তিনি ১৯৫৮ সালে বয়াত করেন। তিনি ডেনিশ ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ করেন, এবং সাম্মানিক মুবাল্লিগ হিসেবে খিদমতের তৌফিক পান।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপনহেগানে 'মসজিদ নুসরাত জাহাঁ' নামে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশসমূহের সর্ব প্রথম মসজিদটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয় নির্মিত হয় ১৯৬৬ সালের ৬ মে তারিখে।

মুকাররম সাহেব যাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেব মুকাররম স্যার জাফরুল্লাহ খান সাহেব, চৌধুরী আব্দুল লতীফ সাহেব মুবাল্লিগ জার্মানী, বশীর আহমদ রফীক সাহেব, মুবাল্লিগ যুক্তরাজ্য -এর সঙ্গে মসজিদ মুবারক কাদিয়ানের ইটের মাধ্যমে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন যা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) পূর্বেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

মহিলারা এই মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে আর্থিক কুরবানী করেছেন, এবং এই মসজিদটি মহিলাদের চাঁদায় নির্মিত হয়েছে। মসজিদটির নাম হযরত আমীরুল মু'মেনীন (রা.)-এর নাম অনুসারে 'মসজিদ নুসরাত জাহাঁ রাখা হয়েছে।'

এই মসজিদ নির্মাণ কলার দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী। এর অতুলনীয় শিল্পকার্য সমগ্র ডেনমার্কে খ্যাতি লাভ করেছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) ১৯৬৭ সালের ২১ শে জুলাই তাঁর প্রথম ডেনমার্ক ভ্রমণকালে মসজিদটির উদ্বোধন করেছিলেন।

মাননীয় মীর মাসুদ আহমদ সাহেব মরহুম, মুবাল্লেগ ইনচার্জ ডেনমার্ক অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে জায়গা সন্ধান এবং ক্রয় করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য খিদমত করেছেন। এই মসজিদটি নির্মাণে সর্বমোট পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যায় হয়। এই সমগ্র পরিমাণ টাকা আহমদী মহিলারা সদর লাজনা মরকাযিয়া হযরত সৈয়্যাদা উম্মে মতীন মরীয়াম সিদ্দিকা সাহেবার তত্ত্বধানে একত্রিত করেন। অধিকাংশ মহিলাই নিজেদের সমস্ত গয়না ও অলঙ্কারাদি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়। প্রারম্ভে আনুমানিক ব্যায় দুই লক্ষ ছিল। কিন্তু পরে নির্মাণকার্য শুরু হলে এই খরচ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা পাঁচ লক্ষে এসে দাঁড়ায়। লাজনারা এই পুরো টাকাটায় পূর্ণ করে। 'মসজিদ নুসরাত জাহাঁ' সেই সমস্ত মসজিদ গুলির অন্যতম যেগুলি কেবল মাত্র মহিলাদের চাঁদায় নির্মিত হয়েছে।

এর পূর্বে এই মসজিদের সাথে একটি ছোট মিশন হাউস ছিল এবং একটি সম্মিলিত কিচেন রুম ছিল। এর সাথে একটি ছোট মত অফিসও ছিল। নীচের তলায় একটি স্টোর রুম, ৩২ বর্গ মিটারের একটি হল এবং দু'টি ওয়াশ রুম ছিল। দুটি কামরা ছিল, একটি ছিল খুদ্দামুল আহমদীয়ার জন্য এবং দ্বিতীয়টি ছিল এম.টি.এর জন্য ব্যবহৃত হত। উপর তলা এবং নীচুতলা মিলিয়ে মোট ২০১ বর্গমিটারের উপর সম্পূর্ণ ইমারত ছিল।

এখন আল্লাহ তা'লার কৃপায় মসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইমারতটির অংশ ভেঙ্গে ফেলে একটি বড় অংশে নতুন নির্মাণ হয়েছে। অনুরূপভাবে মসজিদের সামনে রাস্তার বিপরীত প্রান্তেও ব্যাপক নির্মাণ হয়েছে। এই বিল্ডিং-এ দু'টি হল, অনেকগুলি অফিস রুম, লাইব্রেরী, মিশন হাউস, মুরুব্বী হাউস, গেস্ট হাউস, স্টোর এবং একাধিক ওয়াশরুম ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে।

(অবশিষ্টাংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

একের পাতার পর....

আমি জানি না তাহার পেটে কি ধরণের তওহীদ আছে যে, নবী করীম (সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতা সত্বেও, যিনি তওহীদের উৎস, সে বেহেশ্ত পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।

লানাতুল্লাহি আলাল কাযিবীন

(অর্থঃ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লহ্র অভিসম্পাত- অনুবাদক)

৭) আল্লাহ্র বাণী- وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذۡنِ اللّٰهِ

(সূরা আন নিসা, ২য় পারা, ৬৫ আয়াত)

অনুবাদঃ অর্থাৎ প্রত্যেক নবীকে আমি এই জন্য প্রেরণ করিয়াছি, যেন খোদার আদেশে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতা করা হয়।

এখন প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী নবীর আজ্ঞানুবর্তিতা অবশ্য কর্তব্য। অতএব যে ব্যক্তি নবীর আজ্ঞানুবর্তিতার বাহিরে থাকিবে সে কিভাবে নাজাত পাইতে পারে?

৮) আল্লাহর বাণী-

قُلۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِىۡ يُحۡبِبۡكُمُ اللّٰهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ۝ قُلۡ اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوۡلَ ۚ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الۡكٰفِرِيۡنَ ۝

(সূরা আলে ইমরান, ৩য় পারা, আয়াতঃ ৩২-৩৩)

অুনবাদঃ তাহাদিগকে বল, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস তবে আস এবং আমার অনুবর্তিতা কর, যেন খোদাও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দেন এবং খোদা ক্ষমাকারী ও দয়ালূ। তাহাদিগকে বল, খোদা ও রসূলের আজ্ঞানুবর্তিতা কর। সুতরাং যদি তাহারা আজ্ঞানুবর্তিতা হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে খোদা কাফেরদিগকে বন্ধু হিসেবে রাখেন না। এই সকল আয়াত হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পাপের ক্ষমা এবং খোদা তা'লার ভালবাসা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার সহিত সম্পৃক্ত। এবং যাহারা ঈমান আনে না তাহারা কাফের।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৭-১৩০)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian, Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir